দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে শূন্যতা

দেশের ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টিতে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারারের ১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি ডিসি, ৫টি প্রো-ভিসি এবং ৭টি ট্রেজারারের পদ রয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে বলা হয়েছে, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর ধরে কোন কোন পদ খালি রয়েছে। অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চলছে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির কার্যক্রম। একইভাবে ট্রেজারারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পদ শূন্য থাকায় ওইসব পদে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ কৌশলে রমরমা নিয়োগ বাণিজ্য করে সহজেই বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন। ক্ষমতায় থাকা কোন কোন ভিসি নিজের খেয়াল-খুশিমত প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের শূন্যতার সুযোগে রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার যথেচ্ছ অপব্যবহারও করছেন। স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ রয়েছে বেশ কয়েকজন ভিসির বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায় থেকে বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে নালিশও এসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান প্রধান শূন্যপদ পূরণ করে অবিলম্বে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা চলছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হলেও এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। একশ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষকের দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও কোটারীতন্ত্রের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক চরিত্র ম্লান হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক একমত যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান রক্ষার্থেই দলীয় রাজনীতির চর্চা ও অনুশীলন বন্ধ থাকা উচিৎ। সম্প্রতি এক আলোচনা সভায়ও দেশের বিশিষ্টজনরা মন্তব্য করেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিয়মকানুন অনুসরণের পরিবর্তে চর্চা করা হচ্ছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো '৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে পদে পদে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। উল্লেখিত কারণগুলোতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক খ্যাতিও হারিয়েছে। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হলেও এখন তার সেই খ্যাতি নেই। বিশ্বসেরা ১শ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। অথচ একথা সর্বমহলে স্বীকৃত যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে শিক্ষা খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। পাশ্চাত্য দুনিয়ার অনেক দেশসহ আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও শিক্ষা খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। শিক্ষা খাত থেকে আয়ের সুবিধার্থে অনেক দেশেই শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসার সুবিধা অধিক মাত্রায় দেয়া হচ্ছে। প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছর মাত্র এক সেশনে দেশে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ শতাংশ। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেড়েছে ৩২ শতাংশ। দেশে এখনও শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই শীর্ষে রয়েছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান যাই হোক না কেন, উচ্চ বেতন হারের কারণে কেবলমাত্র উচ্চবিত্তের সন্তান ছাড়া কারো পক্ষে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সম্ভব নয়। বাস্তবতার আলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে কার্যকর নজর দেয়ার সময় এসেছে।

অর্ধেকেরও বেশী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শূন্যপদের তালিকা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইতোমধ্যেই সেখানে পাঠানো হয়েছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে ইতিপূর্বে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সেগুলোর পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। সেই সাথে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অনেক সমস্যা রয়েছে। উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার মান রক্ষায় এসব সমস্যা সমাধানও অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃষ্ট সমস্যার পিছনে যেহেতু উচ্চ পর্যায়ে এক ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে আসছে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে এবং প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ও পূর্বতন আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জনার্থে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞদের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টা একসময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং তার পক্ষে বিদ্যমান সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে এর দ্রুততম সমাধান দেয়া অনেকখানি সহজ। শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে দুষ্টচক্র রয়েছে তা ভেঙ্গে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। এটা করা গেলে গত কিছুদিনে শিক্ষাবর্ষের যে ক্ষতি হয়েছে তাও পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সুস্থ করা না গেলে যত প্রবৃদ্ধি, সংস্কার বা যে কোন ভাল কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক না কেন, তা থেকে জাতির প্রকৃত উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা প্রয়োজন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সঠিক অর্ডারে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে বলে আমরা আশা করি।